R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ কেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন : ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ ২৬শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে কার্তিক বুধবার, ১৪০২ সাল। ১৫ই নভেম্বর, ১৯৯৫ সাল। | নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা বার্ষিক ৩০ টাকা

ভাগীরথীর উপর সেতু নির্মাণের ব্যাপারে প্রথম দফা সার্ভে শেষ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ পঃ বঙ্গ সরকার জঙ্গিপুরে ভাগীরথীর উপর সেতু নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছেন কিছুদিন আগে। সেই কাজের জন্য মেসার্স কন্সালটিং ইঞ্জিনিয়ারীং সার্ভিসেস্ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ-এর (লোকগ্রুপ টিমের সদস্য) হাতে ব্রিজ নির্মাণের প্রয়োজনে সার্ভে করার ভার দেন। সেই অনুযায়ী ঐ সার্ভিসেস্ কোম্পানী স্থানীয় শিবাজী সংঘকে গত ১৮ ও ১৯ অক্টোবর ডোমপাড়া গাড়ীঘাট দিয়ে দৈনিক কত যানবাহন চলাচল করে তার সার্ভে রিপোর্ট সংগ্রহে নিযুক্ত করেন। শিবাজী সংঘ প্রায় ৪৮ জন যুবককে দিয়ে ঐ কাজ সন্তোষজনকভাবে শেষ করেন। ঐ কাজের জন্য সার্ভিসেস্ শিবাজী সংঘকে ৪২০০ টাকা পারিশ্রমিক দেন বলেও জানা যায়। সার্ভিসেস্ ঐ নদীর ফ্লাডলেভেলের মাপ নেবেন এবং আশপাশের জায়গা অধিগ্রহণ করতে কি পরিমাণ টাকা লাগবে তাও দেখবেন বলে জানান। সার্ভিসেস্ কর্তৃপক্ষ জানান এই সার্ভে খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে তাঁরা সরকারকে রিপোর্ট দেবেন। এবং এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্রিজ নির্মাণের ব্যাপারে পরবর্তী কাজ ঘোষিত হবে।

পুত্র ও জামাতাকে চাকরী দেওয়ার অভিযোগে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সম্পাদকের বিরুদ্ধে তদন্ত

ধুলিয়ান ঃ স্থানীয় নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতিতে বেআইনীভাবে চাকরী দেওয়া হয়েছে ৩৩ জনকে। এর মধ্যে দুজন হলেন সম্পাদকের পুত্র ও জামাতা। সম্পাদক শান্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ এনে সিপি আই (এম) বিধায়ক তোয়াব আলী ও আবুল হাসনাৎ খাঁন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করেন। বিধায়কদ্বয় অভিযোগ করেন এ ব্যাপারে তাঁকে মদত দিয়েছেন সহসভাপতি ফঃ ব্লকের স্থানীয় নেতা ইউসুফ হোসেন। জানা যায় তাঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের জঙ্গিপুর লোকাল কমিটিকে সম্পাদক শান্তি চট্টোপাধ্যায় বলেন তিনি যা কিছু করেছেন তা সহ-সভাপতির অনুমতি নিয়ে। অবশ্য এ কথা ঠিক নিয়োজিতদের মধ্যে তাঁর পুত্র ও জামাতাও আছেন। অবশ্য কমিটি সদস্যদের নির্দেশে তাঁদের বেতন ও ভাতা বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে তাঁদের হাজিরা রাখা হচ্ছে ফঃ ব্লক অফিসে। আরও জানা যায় কমিটির সদস্যদের প্রত্যেকের জন্য প্রতিটি ৪৩৫ টাকা মূল্যের ২০টি ব্যাগ কেনা হয়। শান্তিবাবু বলেন ২০ জনকে ব্যাগ দেওয়া হয়েছে। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাস লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে লরী খালাসীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৪ নভেম্বর আহিরণ ব্রীজের কাছে ফরাক্কাগামী যাত্রী বোঝাই বাস দাদাভাই (২) এর সঙ্গে আসাম থেকে আসা চা বোঝাই একটি লরীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। খবর লরী চালক রাস্তার এক বিপজ্জনক গর্ত থেকে লরীটি বাঁচাবার চেষ্টা করলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটির মুখোমুখি ধাক্কা মারে। ফলে বাসটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৌভাগ্য-ক্রমে ৫৫ জন যাত্রী কমবেশী আহত হলেও কেউ মারা যায়নি। লরীর খালাসী ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত যাত্রীদের ২৫ জনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনার পর ৫ জনের আঘাত গুরুতর দেখে বহরমপুর পাঠানো হয়। এদের মধ্যে ফরাক্কা কলেজের নাইটগার্ড প্রেম থাপার অবস্থা আশংকাজনক।

ভয়াবহ আন্ত্রিকের প্রকোপে ২৫ জনের মৃত্যু

ধুলিয়ান ঃ বেশ কিছুদিন ধরে স্থানীয় শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে আন্ত্রিকের মহামারী দেখা দিয়েছে বলে খবর। পৌরসভার স্বাস্থ্য পরিদর্শক অফিসে মহামারীরোধে কোন ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা না থাকায় ইতিমধ্যে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায়। এঁদের মধ্যে ১৭ নং ওয়ার্ডের শিল্প সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান ও প্রাথমিক (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ষ্টেট ব্যাঙ্কের দাবী জানালেন ব্যবসায়ীরা

সাগরদীঘি ঃ জঙ্গিপুর মহকুমার এই ব্লকের বিভিন্ন ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল হিসাবে সুনাম আছে। বিশেষ করে এই ব্লকের প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যাঙ্কের পরিষেবা বিশেষ প্রয়োজন। এখানে রয়েছে সাবরেজিষ্ট্রি অফিস, ব্লক অফিস, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রচুর সংখ্যক হাই ও প্রাইমারী স্কুল। ব্যবসায়ী, দলিল লেখক, (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যা

ধুলিয়ান ঃ গত ৮ নভেম্বর রাতে সামসেরগঞ্জ থানার গাজিনগরের মুকুলেশ্বর সেখ তাঁর স্ত্রীকে কোদালের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেন। খবর মুকুলেশ্বরের স্ত্রী আশ্লেমা বিবি ঘটনার দিন তাঁর সাত বছরের ছেলেকে নিয়ে বিড়ি বাঁধছিলেন। সে সময় মুকুলেশ্বর ছেলেকে কোন কারণে বকাবকি করতে থাকলে আশ্লেমা তাঁকে বাধা দেন। উত্তেজিত মুকুলেশ্বর স্ত্রীকে কোদালের বাঁট দিয়ে পিটাতে থাকলে ঘটনাস্থলেই আশ্লেমা মারা যান। পলাতক মুকুলেশ্বর ১৩ নভেম্বর পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন।

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর কি কি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৪০২ সাল

।। মহকুমা হাসপাতাল ।।

গত ৭ নভেম্বর জঙ্গিপুর হাসপাতাল গেটের নিকট এক পথসভায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির পক্ষ হইতে এই হাসপাতালের নানাবিধ অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও অব্যবস্থা বিষয়ে বিভিন্ন বক্তা অনেক কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা অভিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বোধ করি, কোনও ভাবেই বিচলিত বোধ করিবেন না। জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের কোন অব্যবস্থাই যে দূর হইবে না, সে বিষয়ে সকলে পরম নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। অভিযোক্তারা বুঝিলেন, তাঁহারা একটা কাজের কাজ করিলেন; অভিযুক্তরা বুঝিলেন, "তেরী মেরী সাথ দোস্তী লাগ্‌ল্‌. লোগসব বদনামী কিয়া; / লোক সবকো বক্‌নে দিজে, তুমনে হমনে কাম কিয়া"।

জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল সম্পর্কে আমাদের পত্রিকায় বহুবার নানা কথা লেখা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয় নাই। আমরা এই হাসপাতালের বহিরঙ্গের বিষয়ে লিখিয়াছি। হাসপাতাল কম্পাউণ্ড কত নোংরা, এখানে-সেখানে কত জঞ্জাল, দীর্ঘ অবহেলার জন্য বট-পাকুড় গাছ জন্মিয়া এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিল্ডিং-এর দেওয়ালের বারোটা বাজাইয়াছে, রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রচুর আগাছা, আর শূকরবিষ্ঠার ছড়াছড়ি, জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা প্লাষ্টার, ছিন্ন কন্থা ও ব্যাণ্ডেজ-বস্ত্রাদি জমা থাকার বিসদৃশ দৃশ্য ও পূতিগন্ধময়তা, শূকর খনিত সবুজ ঘাসের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা ইত্যাদি নরকচিত্রের মধ্যে লায়ন্স ক্লাব নির্মিত পুষ্পো-দ্যানের বিদ্রূপাত্মক অবস্থিতি—সামগ্রিক পরিবেশের হীনতা ও দীনতাকে আরও প্রকট করিয়াছে। হাসপাতালের ঘর, বারান্দা, বাথরুম প্রভৃতির অপরিচ্ছন্নতা, প্রসূতি বিভাগের বীভৎস রূপ এবং দুর্গন্ধ সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ডাক্তারবাবুরাও ত মানুষ। তাঁহাদের চেম্বারধর্মিতার জন্য (পথসভার অভিযোগ-ক্রমে) দোষ দেওয়া যায় না। ভিতর ও বাহিরের দুর্গন্ধে তাঁহারা সুস্থ না থাকিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলে হতভাগ্য রোগীদের কী হইবে? খবরে প্রকাশ যে, এই পথসভায় কমিশনার শ্রী গৌতম রুদ্র অভিযোগে বলেন যে, রাজনৈতিক নেতাদের অসুস্থতার সংবাদে ডাক্তারবাবুরা বিচলিত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীরুদ্র কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, রাজনৈতিক নেতাদের বাঁচাটা বেশী দরকার? তাহা না হইলে এই অভাগা দেশের কী হইবে? দেশকে কে আশা দিবে? কে ভরসা দিবে? ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। গণতান্ত্রিক নাগরদোলায় কোন্ রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বগতি বা অধোগতি কখন হইবে, তাহা তাঁহারা কী করিয়া বুঝিবেন? সুতরাং বিশেষ দলের কথা যখন শ্রীরুদ্র বলেন নাই, তখন ধরিয়া লওয়া যায় যে, ডাক্তারবাবুদের পক্ষপাতিত্ব নাই

পথসভায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক শ্রীচিত্ত মুখার্জী হাসপাতালের হেডক্লার্ক-এর নামে বহু টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ আনিয়াছেন। চিত্তবাবুর অজানা নাই যে, বর্তমানে সারা রাজ্যে নানা সংস্থায় যত টাকা নয়ছয় হইয়াছে বা হইতেছে, তাহার তুলনায় ইহা নিতান্তই তুচ্ছ। সকলেই যেখানে খুঁটিবিশেষের জোরে পার পাইয়া যান, এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং মহা-ইথারে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টিতে কী ই বা লাভ? 'ইউনিটি ইজ ষ্ট্রেংথ'। ইউনিটি ইউনিয়নোদ্ভূত এবং ষ্ট্রেংথ তৎ সঞ্জাত—তথাকথিত পথসভা হয়ত এই শিক্ষাই দিতেছে।

একটি যাযাবর জাতি

শান্তনু সিংহ রায়

একটি যাযাবর জাতি—প্যেখরা। 'পাখি ধরা' এই কথাটির অপভ্রংশ 'প্যেখরা'। কারণ এদের পেশা মূলতঃ পাখি ধরা। এই সম্প্রদায়টি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর শহরের কিছু দূরে মিঠিপুর গ্রামে এদের অস্থায়ী বাস। বছরের বেশীর ভাগ সময়ে যাযাবরের মতো ঘুরে বেরালেও দুর্গাপুজোর সময় এরা গ্রামের ডেরায় ফিরে আসে। এক আম বাগানের অস্বাস্থ্যকর, খিঞ্জি বস্তিতে এরা থাকে। প্রায় ৩২/৪০ ঘর লোকের বাস এখানে। সদস্য সংখ্যা ২৫০-এর কাছাকাছি। এদের প্রধান উৎসব লক্ষীপুজো। এই উপলক্ষ্যে তারা একমাস গ্রামের ডেরায় থাকে। এই সময় নিজেদের মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। বেশীর ভাগ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে। কালীপুজোর পর আবার বেড়িয়ে পড়ে জীবন জীবিকার কঠিন সংগ্রামে। জীবন-জীবিকার তাগিদে ঘরবাড়ী ছেড়ে আসামের বনাঞ্চলে এরা পাখি ধরে বেড়ায়। এক অভিনব পদ্ধতিতে এরা পাখি ধরে। মাটিতে দাঁড়িয়ে অথবা উঁচু গাছের ডালে উঠে তল্লা বাঁশের তৈরী চোঙের পর চোঙ সাজিয়ে তার মাথায় বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের আঁঠা মাখিয়ে খুব সন্তর্পণে এবং অতর্কিতে এরা নানান ধরনের পাখি ধরে। টিয়া, ময়না, মুনিয়া এই ধরনের বিভিন্ন পাখি বিক্রি করে কিছু রোজগার হয়।

কবচ, ঝাড়ফুক, তন্ত্রমন্ত্রে এরা বিশ্বাসী। কারণ বেশীর ভাগ লোকই অশিক্ষিত এবং সরল প্রকৃতির। নিজেদের রাজপুত ক্ষত্রিয় বলে দাবী করলেও এদের সঠিক বংশ পরিচয় পাওয়া যায় না। এদের আদিবাস গুজরাটের পার্বত্য অঞ্চলে ছিল বলে জানা যায়। পূর্বপুরুষদের শিকারের জন্য নবাবী আমলে এদের নিয়ে আসা হয় বলে লোক মুখে শোনা যায়। বর্তমানে এরা পিছিয়ে পড়া জাতি হলেও সংরক্ষণের আওতাভুক্ত অথবা অনগ্রসর জাতির কোনটিই না। এদের অধিকাংশের নিজস্ব কোন জমিজমা নেই। দারিদ্র্য সীমার অনেক নীচে এরা বাস করে। তাই সুযোগ বুঝে মহাজনেরা এদের চড়া সুদে টাকা ধার দেয় জিনিসপত্র বন্ধকীর বিনিময়ে। মহাজনেরা এদের সরলতার সুযোগে ঠকিয়েও প্রচুর মুনাফা করে।

মুর্শিদাবাদ ছাড়া বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন জায়গায় এদের দেখা যায়। শিকার এদের খুব প্রিয়। শিকারের আগে এরা পাখিকে হুঁশিয়ার করে শিকার ধরে বলে এদের দাবী। কারণ নিজেদের এরা কাশ্যপ ব্যাধের আরাধক বলে জানায়। পুজোর পর শুরু হয় এদের শিকার ধরা এবং পুরো পরিবার যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায়। এই সময় বিরল প্রজাতির ধনেশ পাখি এদের সঙ্গী। ধনেশের হাড়, চিতল মাছের আঁশ, হেঁতালের লাঠি, উলোট কম্বল, শ্বেত আকন্দ, পশু পাখির হাড় এবং গাছ-গাছড়ার মূল থেকে তৈরী তেল ও নানা ধরনের কবচ এরা হাটে-বাজারে বিভিন্ন রোগের ওষুধ বলে বিক্রি করে। এদের মেয়েরা গাঁ-গঞ্জে মেয়ে-মহলে গোপনে ওষুধ আর কবচ বিক্রি করেও দু-পয়সা কামিয়ে নেয়।

বাদুড়ের মাংস এদের খুব প্রিয়। তাই শীতকালে সন্ধ্যের দিকে দুই গাছের মধ্যে জাল টাঙিয়ে বাদুড় ধরে। তাছাড়া ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বৌ আর বয়স্করা শিকারের জাল ও খাঁচা অবসর সময়ে তৈরী করে। কথার শেষে 'ছ' যোগ এদের ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে এই সম্প্রদায়টি অবলুপ্তির পথে। এদের বেশীর ভাগ মানুষই যক্ষ্মা, হাঁপানী প্রভৃতি রোগের শিকার। এই সরল প্রকৃতির মানুষগুলো তালিকাভুক্ত ভোটার হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনের সময় ছাড়া এদের সার্বিক উন্নতির দিকে কারও নজর নেই। এদের তাই অভিযোগ 'ভোটের সময় ছাড়া আমাদের কেউ খোঁজ রাখে না ছ।'

আবোল-তাবোল

পণ

অনুপ ঘোষাল

একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছি। জমানা বদলে যাচ্ছে। সতীদাহ উঠে গেছে। বিধবা বিয়ে করলে কেউ নাক সিঁটকোয় না। মেয়েরা গলায় বি-এ, এম-এ ঝুলিয়ে অফিস কাছারি ছুটছেন। নারী স্বাধীনতার আন্দোলন চলছে, মিটিং-মিছিলে ছয়লাপ।

পণ নেয়া চলবে না। আইন পাশ হয়ে গেছে। পণ নিলে (বা দিলেও) হাতকড়া, জেল। ভদ্রলোকেরা বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, পণ নেব কেন? যৌতুক নেয়া অসভ্যতা!'

গাঁ-ঘরে মেয়ের বাপকে গলায় গামছা দিয়ে পাক দিয়ে যেমন হবু বেয়াই বলেন, 'বল্ শালা, বিশ হাজার দিবি কিনা? দশ ভরি কবুল কর্।' শহরের মানুষজন শিক্ষিত ভদ্র। তাঁরা এমন চাঁছাছোলা নন। তাঁরা সহানুভূতিশীল, বিবেকবান। শিক্ষিত মানুষের একটা আলাদা মর্যাদা আছে। তাঁরা বলেন, 'টাকা নিয়ে ছেলে বিক্রি করব কেন?' তাঁরা পর্দা না টেনে আইন ভাঙেন না, ঘোমটা না টেনে খ্যাম্টা নাচেন না। তাঁরা সব ভদ্দরলোক।

এমন এক ভদ্দরলোকের পাল্লায় পড়েছিলেন বেচারি মেয়ের বাপ। ছেলের পিতা হেডমাষ্টার, সভাসমিতিতে গলায় মালাটালা লটকানো হয়। সমাজে নাম আছে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'ছেলের বিয়েতে পণ নেব না। দুনিয়াকে দেখিয়ে দেব, এক পয়সা না নিয়ে ছেলের বিয়ে দিতে হয় কেমন করে!' লোকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। আর মেয়ের বাপেরা লাইন লাগিয়ে দিল!

এমন মহামানবের ঘরে মেয়ে দেবার মোকা কে ছাড়তে পারে? পুত্রের পিতা গোঁফে তা মেরে কন্যা বাছতে শুরু করলেন। পণ যখন নেবেন না, ডানা-কাটা-পরী তখন তিনি দাবি করতেই পারেন। টাকাও নেব না আর কালো-কুচ্ছিৎ ঘরে ঢোকাব, তা তো হয় না!

আর একটি ব্যাপারেও একটু বাছাই করেছিলেন মহানুভব মাষ্টারমশাই। তাঁর নিজের বাড়ন্ত ঘর। হাভাতে ঘরের মেয়ে আনলে বেচারির অ্যাডজাষ্ট করতে অসুবিধে হবে এবং তাঁর মতে ছোট ঘরের মেয়ের নজরও ছোট হয়। অর্থাৎ শাঁশালো ঘরের কয়েকটি চোখে-ধরা মেয়ের বাপকে তিনি তলব করলেন। এক একদিনে এক একটি ইন্টারভিউ। মেয়ের বাপ বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল ভেবে ছুটে এল।

লাখ কথা না হলে নাকি বিয়ে হয় না। মহাপ্রাণ হেডমাষ্টারমশাই কম কথার মানুষ। অত ঘোরপ্যাঁচে যেতে চান না। দু'চার কথাতেই কাজ সারবেন।

মেয়ের বাপ বলল, 'পণ নেবেন না বলে কি কিছুই নেবেন না?'

মাষ্টারমশাই আঁতকে উঠে বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, ও-কথা বলবেন না। জীবনে একটা আদর্শ নিয়ে চলছি। আমি কিছু চাইতে পারব না।'

পুলকিত হয়ে হবু বেয়াই বলল, 'তবুও একমাত্র মেয়ে। নিজেরও তো একটা শখ-আহ্লাদ আছে।'

'তাহলে নিজেই বলে ফেলুন,' বললেন মাষ্টারমশাই, 'দাঁড়ান, কাগজ কলম নিয়ে আসি। আমাদেরও তো কেনাকাটা কত্তে হবে, মানে, কোন আইটেম্ কমন না হয়ে যায়। গো-অন্, বলে যান।'

'আপনি না চাইলেও আমরা গয়নাগাটি, বাসনকোসন, খাটবিছানা, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি....এ সব তো দেবই। ছেলের আংটি, ঘড়ি....তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।'

পুত্রের পিতা: গয়নাগাটি....তা আপনার ক ভরি হচ্ছে? এমনি কোন ব্যাপার না, শুধু জানার জন্যই বলছি।'

মেয়ের বাপ: 'দেবার সাধ তো ছিল আটদশ ভরি। স্যাকরার দোকানে দাম শুধিয়ে চক্ষু চড়কগাছ! তবু ভরি ছয়েকের নিচে হবে না। হার, বাউটি, চুড়ি....।'

পুত্রের পিতা: ঠিকই ছিল। কিন্তু আমাদের ফ্যামিলি প্রেষ্টিজ বলে একটা ব্যাপার আছে। পাঁচজনে শুধোলে কী বলব? আমার বিয়েতে ৩০ ভরি এসেছিল। আপনি, আশা করি ওটা ১৫ করে দেবেন। ঐ সোনাটুকুই তো দেখাবার। আর বিছানাখাট বাসন....এ সব সম্পর্কে কোন কথা বলার মানেই হয় না। আপনারা তো টিনের, আই মিন্, আজকালের ঐ ষ্টেইনলেস ষ্টিলের কথা নিশ্চয় ভাবেননি। ছাঁকা কাঁসার ডবল সেটই দিচ্ছেন।

মেয়ের বাপ ঢোঁক গিলে বললেন, 'নিশ্চয়। কিন্তু সোনার ব্যাপারটা....'

পুত্রের পিতা পা দুলিয়ে বললেন, 'ওটা তো মিটেই গেছে। এবার....হ্যাঁ, যা বলছিলেন—খাট। খাট কিন্তু আজকাল কেউ একখানা দেয় না। ছেলেমেয়েরা সব ভদ্র হয়েছে, আলাদা শোয়। দুখানা খাটই নিশ্চয় রেখেছেন বাজেটে! আর আলমারি না কী যেন বলছিলেন, ওটা আজেবাজে কোম্পানির না করে গোদরেজই করে দেবেন, দশবারো হাজারেই হয়ে যাবে।'

একমাত্র মেয়ের মুখ চেয়ে কান্না চেপে বাপ রাজি হলেন। পি এফ সাফ হয়ে যাবে, ব্যাংকব্যালেন্স হাপিস্। তা হোক, মেয়ের বিয়ে বলে কথা!

মেয়ের বাপ পাত্রের পিতাকে তোয়াজ করে বললেন, 'নগদ যে নিচ্ছেন না, এমন ছেলের বাবা কজন মেলে আজ!'

কান এঁটো করে হাসলেন সদাশয় মাষ্টারমশাই, 'নগদের কথা' তুলে লজ্জা দেবেন না। যদি পারেন, বউভাতের ক্যাটারিং-এর বিলটা মিটিয়ে দেবেন। ক্যাশ্ আমি ধরতে পারব না। তাও নেমতন্নর লিষ্ট ছেঁটে দিচ্ছি আপনার মুখ চেয়ে। মোটে পাঁচশ হেড, গুণিত ৫০—ঐ পঁচিশ তিরিশ হাজার। আবার বলছি, নগদ দেবেন না। ক্যাটারার আর প্যাণ্ডেল লাইটের বিল মেটালেই হবে'

মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলেন মেয়ের বাপ, সামলে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। বাড়ি বাঁধা দেব, তবু আপনার মত ভদ্দরলোককে আত্মীয় করার সুযোগ ছাড়ব না।'

'বেশ বেশ!' পুত্রের মহান পিতা ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'শুধু, বেয়াইমশাই, একটা জিনিস চাইব....না না, নিজের জন্য নয়; আপনার মেয়ের জন্যই। জামাইকে স্কুটার, কি রঙিন টিভি....সে সব তো আপনি না চাইলেও দেবেন। ফ্রিজ, কুলার এখন না পারলেও কিস্তিতে দিন। যেটা একেবারে লাগবে সেটা আপনারই মেয়েকে—এক লাখ টাকা ক্যাশ। ফিক্স্ড ডিপোজিট। মান্থলি ইন্টারেষ্ট হাজার টাকা, মেয়েজামায়ের হাতখরচা। জানেনই তো ছেলে আমার বেকার। ম্যাট্রিকে হ্যাট্রিক করে ঘাবড়ে গেল, আর এগোল না।'

দেশবন্ধুর ১২৫তম জন্মদিবস পালিত

রঘুনাথগঞ্জ: সম্প্রতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ১২৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে মহকুমা হাসপাতালে মহিলা সমিতি 'শ্রীমা' ও রঘুনাথগঞ্জ থানা মহিলা কনজিউমারস্ কোঃ অপঃ সোসাইটি এক সভা অনুষ্ঠান করে। সভায় আরতি মিত্র, অর্চনা মুখার্জী, বিজয় মুখার্জী, মহাদেব মিশ্র প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন মহিলা সমিতি এ শহরে বিভিন্ন মহিলা পরিচালিত শিল্প গড়ে তুলবেন।

সবারে জানাই আহ্বান

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দীতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

পুলিশী হেফাজতে মৃত্যুর প্রতিবাদে কংগ্রেসী আন্দোলন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ পুলিশী হেফাজতে মৃত্যু বেড়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে যুবনেত্রী মমতা ব্যানার্জী সারা বাংলায় আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। সে ডাকে সাড়া দিয়ে পঃ বাংলার সমস্ত জায়গার সঙ্গে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরাও উমরপুর মোড়ে ৩৪নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন গত ৮ নভেম্বর সকালের দিকে। পরে পুলিশী হস্তক্ষেপে এক ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। ঐ অবরোধে স্থানীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা বক্তব্য রাখেন।

গণতান্ত্রিক অধিকাররক্ষা কমিটি গঠিত হল

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ৫ নভেম্বর সুজাপুরে এক বৈঠকে স্থানীয় গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এ, পি, ডি, আর) এর একটি কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হলো। এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদ জেলা এ পি ডি, আর এর সভাপতি দীপঙ্কর চক্রবর্তী। সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাক আলি সম্পাদক, অশোক সাহা সহ-সম্পাদক, হরিলাল দাস সভাপতি, মহঃ নুরুল আলি বিশ্বাস, সহ-সভাপতি, চন্দ্রশেখর দাস, কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এছাড়া কমিটিতে আরও চারজন সদস্য হন ডাঃ আশরাফ হোসেন, আর মতিন, মহঃ ফজলুল হক ও আবেদ আলি।

বিদায় সংবর্ধনা সভা

সাগরদীঘি ঃ গত ৩১ অক্টোবর বোথারা হাজী জুবেদ আলী বিদ্যাপীঠের সহ-প্রধান শিক্ষক জনাব ফুরকান মণ্ডল সাহেবকে অবসর গ্রহণ উপলক্ষে বিদায়-অভিনন্দন জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শেখদীঘি জুনিয়র বেসিক স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কমলাকান্ত পাল এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বোথারা হাই স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষক সত্যনারায়ণ চৌধুরী।

সমিতির সম্পাদকের বিরুদ্ধে তদন্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনটি ব্যাগ ইউসুফ হোসেন নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন কেন তা তিনি জানেন না। গোপন সূত্রে জানা যায় নিয়োজিত ৩৩ জনের বেতন ভাতা বন্ধ রাখা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাঁরা চেকপোষ্টে বেআইনী আদায় করা অর্থ নিজেরাই ভোগ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবুর নির্দেশে সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য শান্তিবাবু একজন সরকারী কর্মচারীও। অপরদিকে এই বিদ্রোহী কমিটি সদস্যদের দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় ইউসুফ হোসেন এই কমিটি বাতিল করার জন্য তাঁদের দলের বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে দরবার শুরু করেছেন। বিদ্রোহী কমিটি সদস্যদের অভিযোগ শ্রীহোসেন ও শান্তিবাবু নিয়োগের ব্যাপারে টাকা পয়সার খেলাও করেছেন। তদন্তে যা সহজেই ধরা পড়বে।

দাবী জানালেন ব্যবসায়ীরা (১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীরের ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যে কোন কাজে একমাত্র সাথী এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক। কিন্তু কাজের অত্যধিক চাপে ব্যাঙ্কে কর্মচারীরা দিশেহারা। জনগণের সাথে সব সময় ব্যবহারে ভদ্রতাটুকু রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। উপরন্তু ষ্টেট ব্যাঙ্কের পরিষেবার মত সব ব্যবস্থা এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে না থাকার ফলে জনগণকে রীতিমত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে টাকা পয়সাসহ বাসে ২৪/২৫ মাইল দূরবর্তী মহকুমা শহরে ষ্টেট ব্যাঙ্কে যেতে হয়। সেই অসুবিধা দূর করার প্রয়োজনে এখানকার সর্বশ্রেণীর জনগণ চাইছেন ষ্টেট ব্যাঙ্কের একটা শাখা অফিস এখানে চালু হোক। এ ব্যাপারে তাঁরা আবেদনও করেছেন। সিপিএমের মুখ্য সচেতক এমপি সৈফুদ্দিন চৌধুরী অর্থমন্ত্রীকে সাগরদীঘিতে একটি ষ্টেট ব্যাঙ্ক খোলার ব্যবস্থা করতে সুপারিশও করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন কিছু জানা যায়নি। স্থানীয় যুবনেতা অজয় ভকতকে সৈফুদ্দিন চৌধুরী অনুমোদনের জন্য অর্থমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠির একটি কপি পাঠিয়েছেন। এটুকুই এখন স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সান্ত্বনা।

আন্ত্রিকের প্রকোপ (১ম পৃষ্ঠার পর)

স্কুলের শিক্ষক বিজয়কুমার সিংহ আন্ত্রিকে মারা যান গত ১০ নভেম্বর। তাঁকে অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হলেও সুচিকিৎসার অভাবে তাঁর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁর মৃত্যুতে পৌরসভার প্রাথমিক স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

১/১/১৯৯৬ কে ভিত্তিবর্ষ ধরে নির্বাচক তালিকার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচক তালিকা সংস্করণের ব্যাপারে নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

১। তালিকার খসড়া প্রকাশ—১/১১/১৯৯৫

২। দাবী এবং আপত্তি পেশের শেষ তারিখ—১/১১/১৯৯৫ হইতে ৩০/১১/১৯৯৫ পর্যন্ত

৩। দাবী এবং আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে—১৫/১২/১৯৯৫ তারিখের মধ্যে

৪। পরিশিষ্ট তৈয়ারী এবং তা ছাপা সম্পূর্ণ হবে—১/১/১৯৯৬ তারিখের মধ্যে

৫। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ—২/১/১৯৯৬

খসড়া তালিকা সমস্ত বুথে প্রকাশিত হবে। সেখানে প্রত্যেক কাজের দিনে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ উপস্থিত থাকবেন। ফর্ম নং—৬, ৭ ও ৮ আধিকারিকের নিকট থেকে বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে।

স্বাঃ—
মহকুমা শাসক (জঙ্গিপুর)

১৮০ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে পছন্দ ও টেকসই **কোবরা** ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।